দৈনিক ইত্তেফাক

APR. 19 2002

কলাম

বিভিন্ন সরকারী কলেজের পদায়ন ও বদলির নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করুন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিমমা: ৮/২এ-১১/৯৯/৩২৭/১(৫০) তারিখ: ১৬/৩/২০০২ স্মারক মূলে বিভিন্ন সরকারী কলেজে পদায়ন ও বদলির নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত এ নীতিমালা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু এ নীতিমালার কিছু কিছু ধারা সুসমন্বিত এবং সুচিন্তিতভাবে প্রণীত হয়নি। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের প্রতি সমান আচরণ করা হয়নি বিধায় অনেক মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল কর্মকর্তার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। যা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ নীতিমালার কয়েকটি বিষয় আলোচনা করলে এর ত্রুটিসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ এ নীতিমালার 'ক' অনুচ্ছেদের ১১ ধারায় বলা হয়েছে "সম্মান ও মাষ্টারর্স কোর্সবিহীন কলেজে দীর্ঘকাল কর্মরত শিক্ষকদের সাধারণত সম্মান ও মাষ্টারস পর্যায়ের কলেজে পদায়ন করা হবে না"। এখানে 'দীর্ঘকাল' শব্দটি ব্যাখ্যা করা হয়নি ফলে এর অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া প্রথম নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রদত্ত মেধা তালিকা অনুযায়ী পদায়ন করা হয়নি। এ ধরনের কোন নীতিমালাও ছিল না। ফলে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকারীকে পদায়ন করা হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বা ডিগ্রী (পাস) পর্যায়ের কলেজে। আর অন্যদিকে মেধাতালিকায় যার অবস্থান '৬০' তাকে পদায়ন করা হয়েছে 'গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ কলেজে'। ১৪শ ও ১৬শ (বিশেষ) বি.সি.এস-এর পদায়ন বইতে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে।

পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে পূর্বে এ ধরনের নীতিমালার অনুপস্থিতিতে যে কর্মকর্তাকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী (পাস) কলেজে পদায়ন করা হলো এবং দীর্ঘকাল ঐ কলেজে অবস্থান করতে হচ্ছে কেন তাকে অনার্স ও মাষ্টারস কলেজে বদলি করা যাবে না বা বদলিযোগ্য বিবেচিত হবে না তা বোধগম্য নয়। পিএসসির 'মেধা তালিকা'ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন 'বিষয় ভিত্তিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ' এর যদি কোন মূল্যই না থাকে তবে কেন এ মেধা তালিকা? অথচ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে নায়েমের মেধা তালিকাকে। বদলি সংক্রান্ত বিধি (পারসন্যাল ম্যানুয়েল ৭.০১ ও ৭.০২)-২ অনুযায়ী 'কোন বদলিযোগ্য পদে একজন বেসামরিক সরকারী কর্মচারী একাদিক্রমে ৩ বৎসরের অধিককাল চাকুরী করিবেন না।' বদলি সংক্রান্ত এ বিধি অনুসরণ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজেই এ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে।

এ নীতিমালার 'ঘ' অনুচ্ছেদ দেশের সকল কলেজের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারী কলেজের সকল পদমর্যাদার শিক্ষকদের পদায়ন, বদলির জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তার সভাপতি ও সদস্যগণ হচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব, উপাচার্য, (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), মহাপরিচালক (মাউশি), যুগ্মসচিব (কলেজ) এবং উপ-সচিব (কলেজ)। বাংলাদেশের রাজনীতির বাস্তব ধারা অনুসারে একথা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যা কমিটিতে মন্ত্রী-মহোদয়গণের উপস্থিতি উক্ত পদগুলোতে পদায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করবে। দলীয়করণ উৎসাহিত হবে। সামগ্রিকভাবে সার্বিক প্রক্রিয়া তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

বর্তমান নীতিমালাতে 'আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' সৃষ্টির যে বিধান ক হয়েছে তা বদলি ও পদায়নের ক্ষে দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি বাড়াবে। এমনিতেই শিক্ষাবোর্ড-এর উপর অর্পিত দায়িত্ব বোর্ড সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছে না। তার উপর বদলি ও পদায়নের ন্যায় বাড়তি দায়িত্ব সমগ্র প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তুলবে। দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির যে অভিযোগ বোর্ডগুলোর বিরুদ্ধে রয়েছে সে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটবে। 'আঞ্চলিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' মূলতঃ স্থানীয় পর্যায়ে একটি কোটারী স্বার্থ সংরক্ষণ সংগঠনে পরিণত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে গঠিত বদলি ও পদায়নের কমিটিতে স্থানীয় জেলা প্রশাসকের একজন প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে এর প্রয়োজনীয়তা অস্পষ্ট। এ ছাড়া শিক্ষা বোর্ডগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়ন করবে তা বোধগম্য নয়।

সরকারী কলেজে পদায়ন ও বদলি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সরকার যদি প্রকৃত অর্থে উদ্যোগী ও আন্তরিক হন তবে নতুন নীতিমালার ত্রুটিসমূহ বাস্তবতার নিরিখে সংশোধন করতে হবে। নতুবা এ ত্রুটিপূর্ণ নিতিমালার বাস্তবায়ন সমস্যাকে আরো বেশী জটিল করবে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। এটাই প্রত্যাশা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক,
সরকারী কলেজে কর্মরত,
জনৈক শিক্ষক।